জড়াইয়া যাওয়ায় ছাড়াইতে পারিল না। তাহাতে শ্রীমূর্ত্তির আরত্রিক করার ফলে পরজন্মে কোন রাজমহিষীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া বহুলদীপবলিকা উৎসব করিয়া শ্রীভগবানের প্রসন্নতা সম্পাদন করিয়া ভগবদ্ধামে গমন করেন। এস্থলে মূষিকের শ্রীভগবানের আরত্রিকরূপে ভক্তির আভাস দেখা যায়, অথচ দীপবর্ত্তি হরণ করা রূপ অপরাধটিও আছে। তথাপি সেইমূষিকের অপরাধের দিকে না তাকাইয়া দীপপ্রদানরূপ ভক্তিতে তুষ্ট হইয়া ভক্তিলভ্য নিজধাম প্রাপ্তি করাইয়াছেন।

জগতে যে সমস্ত বৈদিক বা তান্ত্রিক অনুষ্ঠান আছে, তৎসমুদায়ের মধ্যেও ভক্তির অনুবৃত্তি দেখা যায়। যথা—

যস্য স্মৃত্যা চ নামোক্ত্যা তপোযজ্ঞক্রিয়াদিষু।
নূনং সম্পূর্ণতাং যান্তি সদ্যো বন্দে তমচ্যুতম্॥

যাঁহার স্মরণে এবং নামগ্রহণ করিলে তপ, যজ্ঞ এবং ক্রিয়া প্রভৃতি তৎক্ষণাৎ নিশ্চিতরূপে সম্পূর্ণ হয়, সেই অচ্যুতকে নমস্কার করি।

এই শ্লোকে সর্ব্ববিধ অনুষ্ঠান শ্রীহরিস্মৃতিতে এবং শ্রীনাম গ্রহণেই যে সম্পূর্ণ হয়, তাহা বলা হইল। ইহাতে ভক্তের সর্ব্ববিধ অনুষ্ঠানে যে অনুবৃত্তি আছে, তাহা বলা হইল।

ইহলোকে এবং পরলোকে যত প্রকার ফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনা, সমস্ত প্রকার ফলপ্রাপ্তিতেই ভগবদ্ভক্তির অনুবৃত্তি আছে; যথা—

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজতে পুরুষং পরম্॥

উদার বুদ্ধিবিশিষ্ট এবং ভগবানের একান্ত ভক্তগণ, যদি কোনপ্রকার কাম্যফল প্রার্থী হয়েন আর নাই হয়েন, কিম্বা যদি সমস্ত বিষয়েই কামনা-বিশিষ্ট হয়েন অথবা মুক্তিলিপ্সু ই যদি হয়েন, তাহা হইলেও তাঁহারা তীব্র ভক্তিযোগে পরমপুরুষ ভগবান্‌কেই আরাধনা করিয়া থাকেন।

এই প্রমাণে সমস্ত ফলপ্রাপ্তিতে যে ভগবদ্‌ভক্তির অনুবৃত্তি আছে, তাহা স্থিরীকৃত হইল।

যথা তরোর্মূ্ল নিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়ানাং তথৈব সর্ব্বার্হন মচ্যুতেজ্যা॥

যে প্রকার বৃক্ষমূলে জল অর্পণ করিলে বৃক্ষের স্কন্ধ, শাখা, উপশাখা, ফলপুষ্প প্রভৃতি সকলেই তৃপ্তি প্রাপ্ত হয়, যে প্রকার ভোজন করিলে সমস্ত ইন্দ্রিয় তৃপ্ত হয়, তদ্রূপ অচ্যুতের অর্চ্চন করিলেই সকল দেবতার পূজা নিষ্পন্ন হইয়া যায়।